"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের অভ্যেসকে সহজ করে তোলার জন্য, বাবাকে কখনো পিতা রূপে, কখনো টিচার রূপে, কখনো আবার সদ্গুরু রূপে স্মরণ করো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা এখন সমগ্র বিশ্বে তোমাদেরকে কোন্ ঢাক পেটাতে হবে?

*উত্তরঃ - এখন ঢাক পিটিয়ে সকলকে জানাও যে - সুখের দুনিয়া (স্বর্গের) রচয়িতা স্বয়ং রাজযোগ শেখাতে এখানে এসেছেন। তিনি বাচ্চাদের জন্য হাতে করে স্বর্গের উপহার নিয়ে এসেছেন, সেইজন্য রাজযোগ শিখে নাও। বাবা নিজেই বলেন যে - বাচ্চারা এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে, তোমাদেরকে এখন আমার সাথে ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেই জন্য দেহবোধ পরিত্যাগ করে অশরীরী হয়ে যাও, দৈবী গুণ ধারণ করো, তবেই দৈবী দুনিয়াতে যেতে পারবে।

*গীতঃ- কে এলো আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এই গান শুনে ভাবছে যে - এখন আমাদের বুদ্ধিতে কার স্মৃতি ফুটে উঠলো? সকলের বুদ্ধিতে এই ধারণা রয়েছে যে - ইনি তো পতিত পাবন একমাত্র বাবা। ইংরেজিতে তাঁকে বলা হয় লিবারেটর (মুক্তিদাতা)। তিনি দুঃখ হতে সকলকে লিবারেট করেন। তিনি দুঃখহর্তা, সুখকর্তা... এসব কোনো মানুষ অথবা দেবতার নাম নয়। এতো একমাত্র সেই পতিত পাবন বাবার মহিমা। গডফাদারকে বলা হয়ে থাকে পতিতপাবন সদগতি দাতা। এই মহিমা গায়ন কোনো মানুষের জন্য হতে পারে না। লক্ষ্মী-নারায়ণকে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর - এদের কাউকেই পতিত পাবন বলা যায় না। সর্বোপরি সবার উপরে পতিত পাবন কেবলমাত্র একজনই আছেন। তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা - যেমন উচ্চ তাঁর নাম, তেমনি উচ্চ তাঁর ধাম। তোমাদের দৃঢ় নিশ্চয় রয়েছে যে - ইনি আমাদেরই পিতা। শিবকে বাবা বলে সম্বোধন করা হয়, শিব হলেন নিরাকার। শিবের চিত্র ভিন্ন, শংকরের চিত্র ভিন্ন। তিনি (শিব) বাবা, শিক্ষক এবং সদ্গুরু । আজ হলো সদ্গুরুবার। তোমাদের জন্য তো রোজই সদ্গুরুবার। সদ্গুরু এসে রোজ তোমাদেরকে পড়িয়ে যান, তিনি হলেন তোমাদের পিতাও, তো এমন দৃঢ় নিশ্চয় থাকা উচিত। তাঁকে সর্বব্যাপী বলা যায় না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ধারণ হয়েছে যে - পতিতপাবন পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। বুদ্ধিতে এইরকম দৃঢ় নিশ্চয় থাকা দরকার। ইনি একমাত্র বাবা - এঁকে যেকোনো রূপে স্মরণ করো। বুদ্ধি উপরে নিরাকারের দিকে চলে যায় । তিনি কোনও আকার বা সাকার নন। আত্মাদের এখন পরমপিতা পরমাত্মাকে প্রয়োজন, কিন্তু তারা তাঁকে জানেই না। তারা গুনগান করে সেই পরমপিতার - তিনি জ্ঞানের সাগর। সুতরাং জ্ঞানের সাগর অর্থাৎ যিনি জ্ঞান শুনিয়ে তার সদগতি করেন। শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণের কাছেও এই জ্ঞান নেই। সেটাই হলো প্রকৃত জ্ঞান, যা জ্ঞানের সাগরের থেকে প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে শাস্ত্র ইত্যাদিতেও এই জ্ঞান নেই। জ্ঞানের সাগরকেই সৃষ্টির বীজরূপ বলা হয়ে থাকে। বাবা হলেন ক্রিয়েটর (রচয়িতা) । তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা আর বাদবাকি সকলেই হলো এই সীমিত জগতের পিতা। অসীম জগতের সেই পিতাকে সকলেই স্মরণ করে - তিনি পিতাদেরও পিতা, সমস্ত পতিদেরও পতি, সকল গুরুদেরও গুরু - সকলেই তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর সাধনা করে। আজকাল দেবতাদের চিত্রের সামনে, রামের মূর্তির সামনে, শঙ্করের সামনে শিবলিঙ্গ রাখে। তিনি হলেন নিরাকার, উচ্চ থেকেও উচ্চ হলো তাঁর স্থান, তিনি সকলকে লিবারেট (উদ্ধার) করেন। এখন সমস্ত আত্মারাই পতিত হয়ে গেছে। ৫ হাজার বছর পূর্বে যখন আদি সনাতন দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল সেইসময় শুধুমাত্র একটিই রাজ্য ছিল তা হল সুখধাম - পবিত্রতা, সুখ, শান্তিতে ভরপুর ছিল সেই দুনিয়া। তার নাম হলো স্বর্গ (হেভেন) । হেভেনকে সুক্ষবতন বা মূলবতন বলা হয় না। হেভেন এর এগেনস্টে রয়েছে হেল (নরক) । একথা সর্বদা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। একমাত্র অসীম জগতের বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, তাঁর থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সদ্গুরু তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে দিচ্ছেন, তারপর পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাবেন। সেই এক এর কতো মহিমা কীর্তন! লক্ষ্মীনারায়ণকে এই মহিমা প্রদান করা যায় না। এসব একমাত্র নিরাকার পিতারই মহিমা। যখন দেহ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে, তখন আত্মা নিরাকার হয়ে থাকে। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা তোমরা নিজের নিজের শরীর ধারণ করে, নিজেদের পার্ট পালন করে চলেছো। তোমরা কত জন্ম ধরে এই পার্ট প্লে করে চলেছো, সে কথাও তোমরা এখন জানো। ব্রহ্মারও তাঁর পার্টের নির্দিষ্ট কস্টিউম রয়েছে। সূক্ষ্মলোকেও সেই কস্টিউম রয়েছে। তাঁর নির্দিষ্ট শরীর রয়েছে। বলা হয় যে সেই দেহে তাঁর আত্মা রয়েছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু শঙ্করেরও সূক্ষ্ম দেহ রয়েছে। শিববাবা বলেন - আমাকে নিরাকার বলা হয়। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে - তোমরা সবাইকে বলবে যে - তোমার হলো দুইজন পিতা । তোমার জন্মদাতা লৌকিক

পিতারও দু'জন পিতা। প্রত্যেকেই সেই অসীম জগতের পিতাকেই স্মরণ করে। ভিন্ন ভিন্ন জন্মে অনেক ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক পিতা রয়েছেন, কিন্তু এ হল অসীম জগতের বাবা, তিনি হলেন একজনই। যদি বাবাকে ভুলে যাও, তাহলে অন্ততপক্ষে টিচারকে মনে রাখো, যদি টিচারকেও ভুলে যাও, তাহলে সদ্গুরুকে মনে রাখো।

বাবা বুঝিয়ে দেন - ভারত এখন পতিত হয়ে গেছে। যখন এই ভারতভূমি পবিত্র ছিল, তখন এত সংখ্যক আত্মারা কোথায় বসবাস করত? মুক্তিধামে, বাণপ্রস্থ অবস্থায় অর্থাৎ বাণীর ঊর্ধ্বে। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন বাণীর ওপারে যাওয়ার জন্য গুরুর শরণাগত হয়, তারা বলে যে - আমাদেরকে নির্বাণধামে নিয়ে চলুন, কিন্তু সেই লৌকিক গুরু তাদেরকে নিয়ে যেতে পারে না। এই মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষকে তো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতেই হবে। এতে ভারতেরই প্রধান ভূমিকা রয়েছে... তাদের মধ্যেও যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের, তাঁরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন। আত্মা পরমাত্মা একে অপরের থেকে বহুকাল আলাদা হয়েছিল... তাহলে তা হিসেব করা উচিত। বহুকাল অর্থাৎ যারা সবার প্রথমে এই সৃষ্টিতে নিজেদের পার্ট প্লে করতে আসে। অবশ্যই তারাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। ৮৪ জন্মের চক্রের কথা বলা হয়, ৮৪ লাখ চক্রের কথা বলা হয় না। বাচ্চারা, তোমাদেরকে ৮৪ জন্মের চক্রের কথা বোঝানো হয়েছে, যা তোমরা আগে জানতে না। এনার আত্মাও তো সে কথা এখন জানে। দুই আত্মাদের রহস্যের কথাও বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় আত্মা প্রবেশ করতে পারে, অশুদ্ধ আত্মারও প্রবেশ হওয়া সম্ভব। সুতরাং পরমপিতা পরমাত্মাও তো এঁর শরীরে প্রবেশ করতে পারেন। তিনি বলেন যে - আমি নিরাকার, আমি না এলে রাজযোগ শেখাবো কেমন করে? আমাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, মানুষের পক্ষে স্বর্গের স্থাপনা করা সম্ভব নয়। বাবাকে বলা হয় হেভেনলি গডফাদার। সত্যযুগে থাকবে বৈকুণ্ঠের রাজধানী - তা শুধু একটাই তো কেবল হবে না। শ্রীকৃষ্ণ হলেন নাম্বার ওয়ান প্রিন্স, সতোপ্রধান। সতোপ্রধানকেই মহাত্মা বলা হয়ে থাকে। যখন কেউ অবিবাহিত থাকে, তখন তাকে কুমার-কুমারী বলা হয়। কুমারীর অনেক সম্মান। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পরে যদি পবিত্র হয়েও থাকে, তবুও তারা যুগল হয়ে যায় - তখন 'কুমারী' এই নাম পরিবর্তিত হয়ে যায়। সন্তানের জন্ম দিয়ে তখন তারা হয়ে যায় মাতা-পিতা। বিবাহের পর সকলেই বুঝতে পারে যে সন্তান জন্ম দিয়ে তারা মাতা-পিতা হয়ে উঠবে, তখন তাদেরকে কুমার-কুমারী বলা হয় না।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এখন শ্রীকৃষ্ণপুরী স্থাপিত হচ্ছে। সেখানে একমাত্র দেবী দেবতা ধর্ম থাকবে। বাদবাকি প্রতিটি ধর্মের শাস্ত্র পৃথক পৃথক হয়। লোকে বলে যে অমুক ধর্মের ধর্মশাস্ত্র হলো এটি, আমরা অমুক ধর্ম অথবা অমুক মঠে যাই। আত্মাদেরকে এসে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে হবে। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করো যে - গুরুনানক আবার কবে আসবেন? ওরা বলে যে - জ্যোতিতে জ্যোতি বিলীন হয়ে গেল। তাহলে কি এখানে তিনি আর আসবেন না? তবে সৃষ্টি চক্র কিভাবে পুনরাবর্তিত হবে? যখন গুরু নানকের আত্মা আসেন, তখন তাঁর পেছন পেছন শিখ ধর্মের সমস্ত আত্মারাই আসতে থাকে। এখন দেখো সংখ্যা কতো বৃদ্ধি পেয়েছে ! তবুও রিপিট তো হবে তাই না। তাহলে বলো কবে আসবে আবার? তা ওরা কেউ বলতে পারবে না। তোমরা বলবে এটা তো হলো পাঁচ হাজার বছরের চক্র। ৫০০ বছর আগে গুরু নানক এসেছিলেন, পুনরায় ৪৫০০ বছর পরে এসে আবার শিখ ধর্ম স্থাপন করবেন তিনি। আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করি। ক্রম অনুযায়ী বাকি ধর্ম নেতারাও এসে ধর্ম স্থাপন করবে। কোনো কোনো বাচ্চারা বলে যে, তাদের বুদ্ধিতে এত কথা ধারণ হয় না। আচ্ছা, কিছু কথা তো ধারণ হয়। ভক্তদের ভগবান হলেন সেই একমাত্র বাবা। বলা হয়ে থাকে পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা। কাউকেই পরমাত্মা বলা হয় না। এমনটা নয় যে, আত্মা পরবর্তী কালে পরমাত্মা হয়ে উঠবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় - জলের বুদবুদ সাগরে লীন হয়ে যাবে। কেউ আবার বলে যে, নির্বাণধামে চলে গেছে। ঠিক যেমন ভাবে বুদ্ধের জন্য বলা হয়ে থাকে। কেউ আবার বলে, জ্যোতিতে জ্যোতি বিলীন হয়ে গেছে। তাহলে সঠিকটা কি? নির্বাণ ধামে যাওয়ার কথা ঠিকই আছে। আত্মাও নিরাকার, তা নিরাকারী দুনিয়াতে থাকে। সূক্ষ্মলোক হল মুভি (চলমান)। সেখানকার এক ভাষা রয়েছে, সেখানে যারা আসে, তারা সেই ভাষা বুঝে ডাইরেকশন নিয়ে ফিরে আসে। এওতো ওয়ান্ডারফুল (আশ্চর্যজনক) ব্যাপার তাই না। মুভি, টকি এবং সাইলেন্স - তিন প্রকারের রয়েছে। সবার প্রথমে মুভি'র (নির্বাক নিঃশব্দ চলচ্চিত্র) বাইস্কোপ ছিল, কিন্তু তা সকলের ভালো লাগলো না তাই তা টকি (বাকসংলাপ যুক্ত চলচ্চিত্র) করে দেওয়া হল। সূক্ষ্মলোক কেবল রয়েছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শংকর। বোঝানো হয় উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি সাইলেন্স ওয়ার্ল্ডে থাকেন। সমস্ত আত্মারাও সেখানেই থাকে। পতিত পাবন হলেন একমাত্র সেই সদগুরুই। তিনিই সকলের সদগতি দাতা। এছাড়া বাদবাকি যদি কাউকে গুরু বলা হয়, ঋষি বলা হয়, মহাত্মা যদিও বলা হয় - কিন্তু তবুও প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই ভক্ত আত্মা। তারা কেউই সেই বাবাকে জানেনা, যিনি একমাত্র সকলকে পবিত্র করে তুলতে পারেন।

বলা হয় যে, পরমাত্মা এসে সকলকে কবর থেকে নির্গত করে নিয়ে যান। এখন সেই মহা ভয়ংকর মহাভারতের যুদ্ধ চলছে। তোমরা সত্যযুগে যাবার জন্য এখন রাজযোগ শিখছো। বিনাশের পর পুনরায় সত্যযুগের গেট খুলে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই সময়ে তোমরা বাবার কাছ থেকে রাজযোগ শিখছো। তোমরা যোগবলের মাধ্যমে এই রাজত্বের অধিকারী হও। এ হলো নন ভায়োলেন্স (অহিংসক লড়াই) । এখন সত্যিকারের নন ভায়োলেন্স কাকে বলা হয়, তা কেউ জানে না। কাম বিকারগ্রস্তও হলে হবে না, এটাও হিংসা। অহিংসা ছিল দেবী দেবতাদের পরম ধর্ম। এই সময় বিকারের জন্যই তোমরা আদি, মধ্য, অন্ত শুধু দুঃখই পেয়ে এসেছো। সত্যযুগে রয়েছে নির্বিকারী দুনিয়া, সেই কারণে সেখানে আদি, মধ্য, অন্ত কোনো রকমের কোনো দুঃখ থাকে না। সেটা হল অমরলোক, এ হলো মৃত্যুলোক। মৃত্যুলোকে বসে বাবা এই সব কথা তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন যাতে তোমরা অমরলোকে যেতে পারো। বাবা বলেন যে - আমি ত্রিকালদর্শী। আমি তোমাদেরকেও ত্রিকালদর্শী ত্রিনেত্রী করে তুলি। অর্থাৎ তিনলোক ও তিনকালকে তোমরা এখন জানতে পারো । এসবই হলো ভগবানের মহিমা। বাচ্চারা, তোমাদেরকে তাঁর সমান করে গড়ে তুলে, তিনি সঙ্গে করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। তোমরা জ্ঞানের সাগরের সন্তান হয়ে, তোমরাও মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে ওঠো। বাবা বলেন - আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, নলেজফুল। হ্যাঁ, তোমরা জানো যে বীজ থেকে বৃক্ষের সৃষ্টি হয় আর তারপর তাতে ফল ফুল ধরে। এখন এ হলো মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষ। বাবা বলেন যে - আমি এই উল্টানো বৃক্ষের আদি মধ্য এবং অন্তকে জানি, সমগ্র সৃষ্টি চক্রকেই জানি। মানুষ বলে থাকে - পরমাত্মা হলেন সত্, চৈতন্য, আনন্দের সাগর, সুখের সাগর - তাহলে তাঁর থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই পাওয়া উচিত। বাবা বলেন - তোমরা এখন আমার কাছ থেকে অর্থাৎ নিজের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। তোমরা ২১ জন্মের জন্য পবিত্র হয়ে যাবে আমি তো এভার (চিরন্তন) পবিত্র। তোমাদেরকে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে হবে। এই সময় শুধুমাত্র তোমাদেরই চড়তি কলা রয়েছে। তোমরা মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে যাও। তারপর সত্য যুগ থেকে শুরু করে তোমাদের কলা কমতে থাকবে। আত্মার সর্বোচ্চ উন্নতি হওয়ার পর তাকে আবার অবনতিতে নামতেই হবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো। অনেক সার্ভিস করছো। বাবা হলেন পতিত পাবন, তোমরা হলে শিবশক্তি, পান্ডব সেনা। তোমরাই এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া করে তোলার জন্য সাহায্য করছো। তোমাদেরই মহিমা কীর্তনে বন্দেমাতরম্ বলা হয়ে থাকে। কোনো পতিতের মহিমায় কখনোই বন্দেমাতরম্ বলা হয় না। বাবা এসে শক্তি-দল গড়ে তুলে, তাদের দ্বারা গুপ্ত সার্ভিস করান। তোমরা হলে ডবল অহিংসক, তোমরা রাজত্ব অধিকার করো, কিন্তু কোনো রকম অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়ার সাথে নেই তোমাদের । তোমরা পবিত্র হয়ে থাকো । এখন সকল মানুষই হলো ডবল হিংসক। প্রথমতঃ তারা বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়, কাম অস্ত্রে একে অপরকে শুধু দুঃখই প্রদান করে আর তারপর নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করতে থাকে। আজকাল কত দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। মানুষের মধ্যে ক্রোধ অত্যন্ত ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। ক্রোধ করে মানুষ নিজেই নিজেকে আঘাত করতে থাকে। সকলের দোষ ত্রুটি ধরে এবং নিন্দা করতে থাকে। এসবও এই অবিনাশী ড্রামাতে পূর্বনির্ধারিত হয়েই রয়েছে। সবাইকে অধঃপতিত হতেই হবে। এখন তোমাদের হলো চড়তি (ঊর্ধ্বগামী) কলা। তোমরা চতুর্দিকে ঢাক পেটাও যে - যিনি স্বর্গের রচয়িতা, তিনিই স্বয়ং ভগবানই রাজযোগ শিখিয়ে দেওয়ার জন্য এখন এখানে এসেছেন। তিনি তাঁর হাতে করে উপহারস্বরূপ স্বর্গ নিয়ে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা যায় না তিনি তো দৈব গুণসম্পন্ন মানুষ মাত্র। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে দেবতা বলা হয়, তাঁদেরকে দৈবগুণ সম্পন্ন মানুষ বলা হয় না। সত্যযুগের মানুষের মধ্যে রয়েছে দৈবী গুণ আর কলিযুগের মানুষের মধ্যে রয়েছে আসুরিক গুণ। মানুষই প্রথমে দৈবী গুণসম্পন্ন হয় আর সেই মানুষই পরে আসুরিক গুণধারী হয়ে ওঠে। তাই বাবা বোঝাতে থাকেন যে - তোমরা বাবাকে ভুলতে পারো কি করে? প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে স্মরণ করো। তোমাদের ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে, এখন আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি। তবুও তোমরা ক্ষণে ক্ষণে আমাকে ভুলে যাও। দেহ অভিমান ত্যাগ করে নিজেকে অশরীরী অনুভব কর। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার সমান ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী, ত্রিলোকীনাথ হতে হবে । বাবার মহিমায় নিজেকে মাস্টার বানাতে হবে।

২) ডবল অহিংসক হতে হবে। কোনো প্রকারের বিকারের বশবর্তী হয়ে কখনো হিংসা কোরবে না। বাবার সাহায্যকারী হয়ে সকলকে পবিত্র করে তোলার সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- জ্বালা স্বরূপের স্মরণের নিজেকে পরিবর্তন করে - ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা, তথা দেবতা ভব

আগুনে যখন কোনো বস্তু দেওয়া হলে যেমন তার নাম, রূপ, গুণ সবই পরিবর্তিত হয়ে যায়, ঠিক সেভাবেই বাবার স্মরণের যোগ অগ্নিতে তোমাদেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। মানুষ থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠো তোমরা। তারপর ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা আর ফরিস্তা থেকে দেবতা হয়ে যাও। ঠিক যেমনভাবে কাঁচা মাটিকে ছাঁচে ফেলে, আগুনে পোড়ালে তা শক্ত ইঁট হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবেই এই পরিবর্তনও সাধিত হয়। সেই কারণেই স্মরণকে জ্বালা স্বরূপ বলা হয়ে থাকে।

স্লোগানঃ- শক্তিশালী আত্মা সে-ই যে, যখন ইচ্ছা শীতল স্বরূপ আর যখন ইচ্ছা জ্বালা স্বরূপ ধারণ করে নেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;